জয়নুল আবেদীন আজাদ

পাপেট সভায় বসবাস

পাপেটসভ্যতায় বসবাস

জয়নুল আবেদীন আজাদ

লেখাপ্রকাশ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১১
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ
প্রকাশক
বিপ্লব ফারুক

লেখাপ্রকাশ
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
তরঙ্গকথন
০১৭১৮১১৭৭৫৫/০১৭১৫৪৫৭২৩৪
শব্দপ্রয়োগ
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০
বাঁধাই
মোকাদ্দেস এন্ড ব্রাদার্স
২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা মাত্র U.S.$ 4

PUPPET SABBHOTAY BASOBAS
by Zainul Abedin Azad
Published By Biplob Faruque, Lekhaprokash
33 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Printed By : Moumita Printers
25 Paridas Road, Dhaka-1100
ISBN : 984-70338-0151-2

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

জাকির আবু জাফর
মোমিন উদ্দীন খালেদ
শরীফ আবদুল গোফরান
রেদওয়ানুল হক
এবং
বিপ্লব ফারুক
যাদের প্রণোদনায়
গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

পাপেটসভ্যতায় বসবাস	৯	২৯	সময়ের দুরন্তরানার
প্রিয় পতাকা	১০	৩০	মুক্তির সংগ্রাম
ভাষার এ সংসারে	১১	৩২	আমাদের শৈশব
হিজলের সংসার	১২	৩৩	হে প্রেমদীপ্ত আদমসন্তান
সাভারের শান্তিনিকেতনে সেদিন	১৩	৩৪	আমাদের গ্রহে
একটু অন্যরকম হওয়া জরুরি	১৪	৩৫	শুচিই ধরার শ্রেষ্ঠ সাধন
নদীর জন্য সংগ্রাম	১৫	৩৬	ধূর্ত শৃগালের মতো
বৃক্ষের পতন	১৬	৩৭	মুখোশপ্রিয় মানুষ
আলোর অধিক	১৮	৩৮	আমাদের দুঃখ
হজ্জ-অন্বেষা	১৯	৩৯	একজন গুরুর প্রয়োজন
বন্ধুর ঠিকানা নেই কারো হাতে	২০	৪০	সোনালি শহরে
এমন কাউকেই ভালবাসা যায়	২১	৪১	দুঃখটাই ভালো
হৃদয়জমিনে করো চাষবাস	২২	৪২	এমন প্রশ্নতো জাগতেই পারে
সুখের ছবি	২৩	৪৩	পৃথিবীর একটি পরিবার আছে
বিজয়ের দোলা মনে	২৪	৪৪	তুমিই ছিলে প্রাণ
মুখোশ পরে মুখর ওরা	২৫	৪৫	চলে গেলেন কবি অচিনপুরে
মানুষ কখন মানুষ হবে	২৬	৪৬	শাশ্বত স্বজন
একটি পশুও বনেতে নেই	২৭	৪৭	আর নয় তথাস্তুকবিতা
বৃক্ষলতার ঈদ	২৮	৪৮	একজন কবিকে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কালের কথা (নিবন্ধ গ্রন্থ)
তিতুদের দিনরাত (কিশোর উপন্যাস)
ডুমুরের দিনগুলো (কিশোর উপন্যাস)
স্বপ্ননতুন চোখে (কিশোর কবিতা)

www.pathagar.com

পাপেটসভ্যতায় বসবাস

কে নিল কেড়ে পলি ফসলের মাঠ থেকে–
আর্সেনিকের বিষে কেন নীল
সুজলা ভাটির মিঠাপানি এবং
কিষাণের সোনালি ধানের শীষ?

বাতাসে কেন আজ দূষণের জয়যাত্রা–
নিঃশ্বাসে আর নেই চিরচেনা সেই সজীবতা
কার্বনে ভরে গেছে আমাদের আকাশ
ধূলি ও ধোঁয়ায় ক্লান্ত সবাই
তারপরও বলি সমস্বরে–
জয় বিজ্ঞানের জয়!

প্রযুক্তির অন্ধপূজারী আমরা এখন
আণবিক শাসনে প্রকৃতির ললাটে
লেগেছে গ্রহণ,
শিল্পের আগ্রাসনে বাড়ছে উত্তাপ পৃথিবীর
রাজনীতির ছলনায় শান্তিতে নেই সাধারণ
তারপরও বলি সমস্বরে–
জয় গণতন্ত্রের জয়!

ভুলেও বলি না আমরা এ যে নিষ্ঠুর প্রহসন
বলার ক্ষমতা এখন শুধুই
শাসকও চাটুকার প্রচারযন্ত্রের,
এভাবেই বেঁচে আছি আমরা পাপেটসভ্যতায়
কারো যেন নেই কোন ক্ষোভ
নেই কোন অভিযোগ–
জয় পাপেটসভ্যতার জয়!

www.pathagar.com

প্রিয় পতাকা

চেতনার পরমাণু জড়িয়ে আছে আমার স্বাধীনতায়
আমার ঈমান ও অঙ্গীকারের রক্তিম পতাকায়
স্বদেশ সংসার প্রিয়তমা প্রিয়জন
এমন কি দূর্বাঘাসের শিশিরবিন্দু
সবই আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যলেখা।

এমন স্বাধীনতা কখনো আগ্রাসন মানে না
মানে না কোনো প্রলোভন কিংবা পরাভব
আমার স্বাধীনতা তাই অক্ষয় ও অতলান্ত এক
নিবিড় ভালবাসার নাম।

প্রিয় পতাকার উদার জমিনে দেখি কিষাণ-মজুর
শিল্পী সাধক চপলাকিশোরী এবং
সাহসী যুবকের হাজারো স্বপ্ন আঁকা।
স্বপ্নের পাখি হয়ে স্বাধীন পাতাকা তাই
পতপত করে ওড়ে আজ
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা
কর্ণফুলী আর প্রিয়সব নদীর তীরে।

এই পতাকার ছায়াতলে প্রতিদিন বেড়ে ওঠে মানুষ
বিশ্বাসে মননে উৎপাদনে সৃজনে–
প্রিয় পতাকা আজ তাই মাটি ও মানুষের
স্বপ্ন ও স্বাধীনতার
এক অজেয় প্রতীক।

www.pathagar.com

ভাষার এ সংসারে

শরতের সাদা মেঘে আকাশের উচ্ছল বর্ণমালা
উড়ে চলে দিগন্তের বিশাল মানচিত্রে–
ছড়ায় আনন্দ প্রাণ থেকে অগণন প্রাণে।
কৃষ্ণমেঘের ভাষা আবার অন্যরকম
আকাশের কান্না হয়ে ঝরে অবিরত।

নদীরও আছে ছলছল কলকল কত রব
জোয়ার-ভাটায় ঘটে যায় রূপান্তর,
ঢেউয়ের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে
সুপ্তকথা, উচ্ছ্বাস শত।

ভাষাহীন নয় পশু-পাখি তুচ্ছ তৃণলতাও
ভাষাইতো জীবনের প্রাণময় প্রকাশ,
কত যে মর্মকথা ছড়িয়ে আছে
ভাষার এ সংসারে।
আমিও কথক এক এ সংসারের
আমারও আছে আকাশের মতো
সুখ-দুঃখের নানা বর্ণমালা,
আছে মায়ের মতো আপন এক ভাষা
বাংলা যার মাটিমাখা প্রিয়নাম।

www.pathagar.com

হিজলের সংসার

পুকুরঘাটের চিরসুবজ হিজলগাছটা
সেই শৈশবেই আমাকে টেনেছিল কাছে
বলেছিল সৌন্দর্য ও রহস্যের কিছু কথা।
গাছেরও যে দৃষ্টি আছে, আছে অনুভূতি
নানাভাবে সে কথার জানান দিত সে।

গোসলে এসে হিজলের শাখায়
ঝুলিয়ে দিতাম কাপড় দোলনা আরো কিছু
অবশেষে ঝুলে যেতাম আমরাও।
পরমপুলকে মমতায় জড়িয়ে নিত সে
ছিটিয়ে দিত মঞ্জরি পাপড়ি পাতা
আমাদের শরীরে।

গোসল সেরে কাপড়ে হাত বাড়াতেই
খিলখিল করে হেসে উঠতো হিজলের সংসার,
পাপড়ি ও পাতারা উড়ে উড়ে
ছুটে যেত পুকুরে,
কিছু এসে আলতো আদর দিত আমাদের গালে চুলে।
বিকেলে হিজলতলায় ছোটাছুটি কখনো বা গোল্লাছুট
পূর্ণিমার রাতে আবার গানের আসর,
এভাবেই ফিরে গেছি বারবার হিজলের কাছে।

শৈশবের সেই হিজল
এখনো দাঁড়িয়ে আছে সংসারে,
যদিও বয়ে গেছে অনেকটা সময় আমাদের
জীবনের নানা রহস্যসন্ধানে।

www.pathagar.com

সাভারের শান্তিনিকেতনে সেদিন

একটু অবাকই হয়েছিলাম, অবাক–
আমাদের সাভারেও আছে শান্তিনিকেতন
শ্রীনিকেতনও আছে পাশে।
চোখের সামনেই কিষাণ ভেজে নিল মুড়ি
সরিষা ভাঙিয়ে বোতলে ভরলো তেল,
গাভীর ওলানে মুখ রেখে শাবকের সে কী চঞ্চলতা-
প্রকৃতি ও মানবে সে দিন জমেছিল বেশ।

চারিপাশে বৃক্ষ, তরুলতা দীঘি
সবুজে প্রাণময় পত্র-পল্লব
এরই মাঝে হাসিখুশি মুখে
তাকালো হাজারো ফুল, প্রজাপতি রঙিন–
সেগুন-মেহগনি দাঁড়িয়ে ছিল সারি বেঁধে উন্নত শিরে
যেন আকাশটা ছুঁয়ে যাবে এখনি।
ডাকলো কাছে কদম-কেয়া আম্রমুকুল
বৈচি কুরচি কাঞ্চন যত,
বাগানবিলাসতো ফুটেই ছিল
চারিদিক আলোকিত করে–
হঠাৎ উড়ে গেল হট্‌টিটি পাখি
আমাদের প্রিয় সাভারে।

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় অনিমেষ
আমরাও যেন প্রকৃতির কেউ, স্বজন ওদের
এ বেলা কথা বলে সুনীল আকাশ
ও বেলা শোনায় গান কৃষ্ণ-কোকিল।

সন্ধ্যার আলোছায়ায় নীড়ে ফেরে পাখি
আমাদের ডাকে তখন ব্যস্তনগর
বাতাসেও আসে ভেসে আজানের সান্ধ্যধ্বনি।
পাখির মতো হয়তো হয়েছে সময় নীড়ে ফেরার
কিন্তু কেমন সে নীড়, তার সাকিন কোথায়?
সে কথা ভাবতেই কেটে গেল কিছুটা সময় আরো
সাভারের শান্তিনিকেতনে সেদিন।

www.pathagar.com

একটু অন্যরকম হওয়া জরুরি

কারুকাজখচিত ছাদের নিচে আমাদের বসবাস
কিন্তু আমরা কেউ কারো আপন নই,
একথা জানে জানালার আকাশ
বারান্দার পুষ্পলতা
এমন কি নারকেলবৃক্ষের পক্ষিকুলও।
অথচ ওদের কথা কিছুই জানি না আমরা।

যদি জানালার আকাশের সাথে
পরিচয় হতো
পুষ্প-লতার সম্পর্কসূত্র
হতো উদ্‌ঘাটিত
কিংবা বাকবিনিময় হতো
পক্ষিকুলের সাথে–
তাহলে হয়তো আমরা
একটু অন্যরকম হতাম।

একটু অন্যরকম হওয়া এ সময়
খুবই জরুরি–
জরুরি অবস্থার চাইতেও জরুরি,
কারণ মানুষ এখন খুবই অসহায়–
আবার নিষ্ঠুর দাম্ভিকও বটে।

একটু অন্যরকম হলে যদি
বৃক্ষ-লতার রহস্য জানা যায়
বোঝা যায় পাখির ভাষা
কিংবা আকাশ নেমে আসে
জানালার খুবই কাছে,
তা হলেতো সব আনন্দ হাতের মুঠোয়
এমনকি ঈদের রূপালি চাঁদও।

www.pathagar.com

নদীর জন্য সংগ্রাম

পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা শুধু বহতা নদীর নাম নয়–
আমার শিরা-উপশিরায় ধাবমান রক্তের মতো
নদীর পলিমাখা জল ঝলমল করতো ভাটিবাংলার
সারা শরীরে, মানচিত্রের পরতে পরতে।

জেলা-উপজেলা গ্রাম-গঞ্জ হাটে-ঘাটে
এবং তামাটে কিষাণের ঘামঝরা আবাদি জমিনে
তিরতির করে বয়ে যেত রূপালি নদীর
চিরচেনা আপন পানি।
ঘামে ও জলে এভাবেই উঠেছিল গড়ে
খামার বাংলার ফলন ও সৃজন
এবং কিষাণের স্বাধীন জীবন-যাপন।

প্রকৃতিও মানুষের যাপিত জীবনে
প্রবেশ করেছে এখন দানবের আগ্রাসন–
নদীর ছলছল গতির মুখে দেখি পাথরের পাষাণ দেয়াল,
নদী ও মানুষের মৈত্রীতে আজ বিনাশী বাঁধ
ফারাক্কার পর টিপাই যার অশুভ নাম।
বাংলার নদীগুলো জীর্ণ-শীর্ণ আজ
হয়তো হয়ে যাবে কাল অচেনা মরাগাঙ।
নদীই যদি যায় মরে মানুষ কখনো বাঁচে না সেখানে
বাঁচে না ফুল-ফসল পশু-পাখি কিষাণের খামারও।
নদীর জন্য আজ তাই আমাদের সংগ্রাম–
উড়ে যাবে ধসে যাবে ফারাক্কা-টিপাই
প্রকৃতির প্রতিশোধ যে কালেরও বিধান।

www.pathagar.com

বৃক্ষের পতন

রেসকোর্সের অশ্বত্থ বৃক্ষটি আর নেই
আকস্মিক ঝড়ে ধরাশায়ী হলো
শতাব্দির এই প্রতিনিধি,
অথচ কতো ঝড়েই না দাঁড়িয়েছিলো বীরের মতো
শক্তসমর্থ প্রাচীন এই মহীরুহ
তবে হঠাৎ পতনের কারণ কী?

উদ্যানের ভূগোলে আজ কতো প্রশ্ন-
কাছে গিয়ে তাকাতেই দেখি
অশ্বত্থের সহস্র শেকড়
এখনো আঁকড়ে আছে মাটি
গভীর মমতায়
তবে কি মাটিই পর করে দিলো
শতাব্দির প্রাচীন বৃক্ষকে?

হাঁটতে হাঁটতে কতোদিন এই অশ্বত্থের
ছায়ায় দাঁড়িয়েছি, জুড়িয়েছি প্রাণ
দেখেছি পত্র-পল্লব পাখ-পাখালি কাঠবেড়ালী–
গাছের বিচিত্র সংসার।
স্পর্শ করেছি বৃক্ষের দেহ
কী শান্ত কী শীতল, অবাক মেনেছি–
বিশাল মৌনতায় দাঁড়িয়েছিলো সে
যেনো কালের এক অতন্দ্রপ্রহরী।
আজ দেখি ভেঙে গেছে মূল
শরীর লুটানো মাটিতে
যেন মহাকাব্যের ক্ষত-বিক্ষত সেনাপতি সে।

ব্যথিত হৃদয়ে তাকালাম যখন বৃক্ষের গভীরে
বিস্মিত হলাম, ফাঁপা হয়ে গেছে ওর
ইস্পাতকঠিন কেন্দ্রস্তম্ভ।

www.pathagar.com

এ কী করে সম্ভব?
ঘোর কাটতেই দেখলাম অসংখ্য কীটাণু
বেরিয়ে আসছে বিশাল বৃক্ষের
গভীরতম প্রদেশ থেকে,
এ যেনো কীটাণুদের কোনো বিজয়মিছিল।
তবে কি ওরাই শুষে নিয়েছে
কেন্দ্রস্তম্ভের সব নির্যাস!
ওরাই কি তবে প্রাচীন এই বৃক্ষের
পতনের কারিগর?

কীটাণুমিছিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
আমার বারবার মনে পড়ছিলো
মানবসমাজের কেন্দ্রস্তম্ভের কথাও,
কতই না মিল–
বিকাশে এবং পতনে।

www.pathagar.com

আলোর অধিক

তোমার প্রতিটি শব্দ আলোর অধিক
আচরণ সৌরভে মণ্ডিত–
তাইতো এত দরুদ এবং ভালবাসা
শুধু তোমারই জন্য হে রাসুল।

জীবনের অন্তিম আহ্বানে কী করে বললে
এতসব নিগূঢ় কথা আরাফাত ময়দানে–
ভাবতে গিয়ে অবাক হইনি তেমন,
তোমারতো অলৌকিক সম্পর্ক স্বয়ং স্রষ্টার সাথে
ওহিতো আসতো কেবল তোমারই কাছে
দিনে-রাতে যে কোনো প্রহরে।
অবাক হয়েছি তবে মুযদালিফার নিশিপ্রান্তরে–
কেন যে বলেছিলে এভাবে উম্মতকে
খোলা আকাশের নিচে বালি আর
কাঁকরের মাঠে রাত কাটাতে–
সারারাত!

মুযদালিফার আসমান একেবারেই অন্যরকম
চারপাশে নানা বর্ণ ও ভাষার হাজারো মানুষ
তবুও তারকাখচিত আকাশ কাছে টানে–
অনেক কাছে।
অপলক তাকাতেই মৌন সে আকাশ
মেলে ধরে অপার রহস্যের মেঘমালা–
দৃষ্টি চলে যায় ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে
জানি না কোথায় কত উচ্চতায় আল্লাহর আরশ।
তবে কি স্রষ্টার সন্ধানেই মুযদালিফায় রাত্রিযাপন?
বল হে মুহম্মদ প্রিয় রাসুল আমার।

www.pathagar.com

হজ্জ-অন্বেষা

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক....
এ কেবল ধ্বনি নয়, নয় শুধু শব্দমালা।
অন্তরলোকের যা কিছু সম্পদ
আলোকআভা মিনতি ভালবাসা–
সবকিছু উজাড়ের উদগ্র বাসনায়
মানুষ যখন প্রাত্যহিকতার অনেক উর্ধ্বে
নিজেকে সমর্পণের আকুতিতে উন্মুখ
কেবল তখনই মানসপটে ভেসে ওঠে
আলমে আরওয়ার সেই অঙ্গীকারের কথা।

রূহের জগতে প্রতিটি আত্মা গভীর প্রত্যয়ে বলেছিলাম
হে আল্লাহ তুমিইতো প্রভু
একমাত্র তুমিই আমাদের রব।
আদি অঙ্গীকারের সেই পবিত্র চেতনায়
আবারো আমাদের দীপ্ত উচ্চারণ
লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক....
আমি হাজির তোমার ডাকে আমি হাজির
হে আমার প্রভু প্রিয়-প্রভু আমি হাজির!

তালবিয়া জপতে জপতে আবেগানন্দে আমরা ছুটে যাই
স্বপ্নের বায়তুল্লাহ মসজিদে-নববী হেরাপর্বত ওহুদপ্রান্তর
আরাফাত-ময়দান মুযদালিফা এবং মিনার তাঁবুমেলায়–
মক্কা-মদীনার পবিত্রভূমিতে এভাবেই চলে
মুমিনের হজ্জ-অন্বেষা।

কাবাকে কেন্দ্র করে দিনেরাতে প্রহরে-প্রহরে
লাখো আবেদের উত্তাল-তাওয়াফ
কিংবা মা হাজেরার স্মৃতিবিজড়িত
সাফা-মারওয়ায় অবিরত আরোহণ
সব পর্দা সরিয়ে কত সহজেই না উন্মোচন করে দেয়
মানুষের আদি পরিচয়।
উপলব্ধির গভীরে আমরা সবাই যুক্ত হয়ে যাই
নবী ইবরাহীমের ঐশীকাফেলায়–
বাবা আদম থেকে যার যাত্রা শুরু
সমাপ্তি বিশ্বনবী মোহাম্মদে।

www.pathagar.com

বন্ধুর ঠিকানা নেই কারো হাতে

তত্ত্ব আর ধারণার নানা সূত্রে–
প্রযুক্তির শানিত রাডারে
প্রতিটি মুহূর্তে আমরা খুঁজে বেড়াই নিজেদের শত্রু
ঘরে-বাইরে এবং পৃথিবীর বিশাল মানচিত্রে।
অথচ এ কথা বেমালুম ভুলে গেছি আমরা
আমাদের ভেতরেই যে সুপ্ত আছে
সর্বনাশা শত্রুর ভয়ানক সব জীবাণুগুচ্ছ।

লোভের জীবাণু আমাদের অসুস্থ করেছে
করেছে অমানুষ,
রিপুর তাড়নায় মিশে গেছি পশুদের মিছিলে
অহংকার নিয়ে গেছে আমাদের
বিনাশের পংকিল পথে,
আগ্রাসনের হলাহল দিয়েছে ছড়িয়ে
হিংসার লাভা পৃথিবীর সব জনপদে–
তারপরও আমরা শত্রু খুঁজে বেড়াই বাইরে
রাডারের চোখ একবারও ফেলে না আলো ভেতরে
অস্তিত্বের গভীরে।

শত্রু খুঁজতে খুঁজতে আমরা সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত
মন্দির মসজিদ গীর্জা প্যাগোডাও
এখন অস্থির নানাভাবে নানামাত্রায়,
দীপ্ত নয় সেখানেও অমিয় শান্তির বাণী।
যুদ্ধের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা সংস্কৃতির ঝলমলে মঞ্চে
রাজনীতির উত্তপ্ত ময়দানে শুধুই হানাহানি–
কূটনীতির সান্ধ্যভাষায় পৃথিবী আজ বড়ই জটিল,
অনাস্থা আর অবিশ্বাসের গোলকধাঁধায়
মানুষ এখন দিকহারা পথহারা যাযাবর।
তারপরও আমরা ভীষণ ব্যস্ত শত্রু অন্বেষণে
বন্ধুর ঠিকানা নেই আমাদের কারো হাতে।

www.pathagar.com

এমন কাউকেই ভালবাসা যায়

পৃথিবীটা ঘুরেঘুরে অবশেষে এসেছি ফিরে
চিরচেনা আমার প্রিয় শহরে।
এখনো পাইনি খুঁজে সেই মানুষটিকে
ঝলসানো রুটিটি আমার সাথে
ভাগ করে খাবে যে–
কিংবা কোনোদিন পান্তা আর লংকায়
কাটিয়ে দেবে সারাদিন,
তবুও মুখে থাকবে তার
মোনালিসার মতো হাসি অমলিন।

সমুদ্রস্নানের আব্দার করবে না সে
সূর্যস্নানে চাইবে না যেতে দূরের কোন দেশে,
আকাশ আঁধার করে বৃষ্টি নামবে যখন আমাদের শহরে
ঘামেভেজা মুখখানা আঁচলে মুছতে মুছতে বলবে
ওগো এসো, আমরা আজ বর্ষাস্নান করি স্বর্গীয় আনন্দে।

অসুস্থ পৃথিবীর আরোগ্য চাইবে সে
লিখতে গিয়ে কলমের মুখটা কামড়ে চকিতে বলবে
এই, তোমার সাথে তর্ক আছে আমার
হয়তো বলবে বিপ্লবের চাইতে সংস্কারই ভালো,
কি ভেবে আবারও বলবে–
ভেবনা যেন আমি বিপ্লবীদের কেউ নই।

মানুষকে এবং পৃথিবীকে এভাবে ভালবাসে যে জন
সে-ই তো বড় বিপ্লবী, যাকে খুঁজেছি প্রতিটিদিন
এমন নারীকে পেলে ভালবেসেই ফেলবো আমি
কারণ এমন কাউকেই শুধু ভালবাসা যায়।

www.pathagar.com

হৃদয়জমিনে করো চাষবাস

এখানে অনেক ছিল যে সবুজ ছিল ভালোলাগা বর্ষণ
মাখামাখি ছিল প্রকৃতি-মানুষে ছিল কিষাণের কর্ষণ,
রূপালি নদীর বুক ভরা ছিল পালতোলা রাঙা নাও
এসব এখন খোয়াব সবার নেইতো ফুলেল বাও।

আকাশটা ছিল উদার সুনীল ভালবাসা ছিল গাঢ়ো
মেঘের ডাকেতো উড়ে যেত মন পাখিরা স্বপ্নীল আরো,
মমতায় বাঁধা আকাশ-আঙিনা ছিল মাতামাতি সেথায়
সেই দিনগুলো চলে গেল কেন, মন ভেঙে যায় ব্যথায়।

ফুলপাখি নদী এখন যে নেই সে কথা বলে না কেউ
নদী যেন তবে গতিহীন কিছু জাগে না রূপালি ঢেউ,
পাখির কণ্ঠে নেই সেই গান নেইতো ফুলের সৌরভ
সবকিছু আজ মেকিমেকি লাগে নেই চিরচেনা গৌরব।

গতির পৃথিবী নিরেট এখন এখানে সবার বাস
মনের দরজা বন্ধ রেখে যে মেকিতে খুঁজিছে খাস,
নদীতে জোয়ার পাখিতে কূজন ফিরে পেতে যদি চাও
হৃদয়-জমিনে করো চাষবাস আগাছারে ফেলে দাও।

www.pathagar.com

সুখের ছবি

সুখের বাজারে ঘুরেছি অনেক
হাজারো পণ্য সেখানে ছড়ানো
যাযাবর-মন ক্লান্ত ভীষণ
সুখের নাগাল পাইনি এখনো।

বাজারে বিষাদ ছুটে গেছি দূরে
সাগর-সৈকত তরুলতা-বনে
প্রহরে-প্রহরে কেটেছে সময়
সুখের ঠিকানা নেই নির্জনে।

সুখ যে কোথায় কোন জনপদে
পাইনি তাহার সঠিক জবাব
গোধূলি-ভাষায় কেউ কেউ বলে
জেনে নাও আগে সুখের স্বভাব,

সুখ যে বোধের পাতাল-ভুবনে
কর্মমুখর যাপিত জীবনে–
সুখের ছবিতো চারিপাশে আঁকা
রাঙাতে হবে যে রঙের শ্রাবণে।

www.pathagar.com

বিজয়ের দোলা মনে

শীতের সকালে শিশিরের ফোঁটা কথা বলে যায় উচ্ছল
পতপত করে পতাকা যে ওড়ে জবাবটা দেয় উজ্জ্বল,
প্রিয় পতাকার পরতে পরতে লাল-সবুজের আলো
ভেদ-বিভেদের গান নয় আর একতা-মশাল জ্বালো।

একতার গান ঘরে ঘরে আজ বিজয়ের দোলা মনে
দুঃখ-ব্যথা সব করবো যে জয় শপথ নিয়েছি রণে,
আমার দেশের খালবিল নদী সাগর পাহাড় প্রিয়
যে দেখে সে বলে এমনতো নেই ত্রিভুবনে আর শ্রেয়।

স্বাধীন পতাকা স্বপ্নদেখায় স্বপ্নেরা মেলে ডানা
টেকনাফ হয়ে তেতুলিয়া যায় মানে না যে কোনো মানা,
জাতি-উপজাতি ধর্ম-বর্ণ মিলেমিশে সবে থাকি
বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানে যেথা নেই কোনো ফাঁকি।

বিজয়মিছিলে শামিল সবাই কণ্ঠে নতুন গান
দোয়েল-কোয়েল পাপিয়া-ময়না ওরাও ধরেছে তান,
এই জনপদ খামারবাংলা পলিমাটি দিয়ে গড়া
মাটির সাথে যে মিলেছে মানুষ শস্যে-শ্যামলে ভরা।

www.pathagar.com

মুখোশ পরে মুখর ওরা

ভবের হাটে ভাঙা বাজার, শূন্যগোলা
আর চলে না আহার–
জিপ্‌সি ওরা বেদের স্বজন, জানায় সালাম
টংকা আছে যাহার।

শিকড় কেটে শেকড় খোঁজে, হালজামানার
জ্ঞানপাপীরা সব–
ডলার হলে মন ভরে যায়, রুপির রূপে
করছে কলরব।

মুখোশ পরে মুখর ওরা, ভীতুরা সব
খামোশ নিজের ঘরে–
দেশপ্রেমের হল্লা এখন, সুযোগ বুঝে
যে যার পকেট ভরে।

তিতুমীরের স্বজনরা কই, কোন্ সুদূরে
কোন্ সে দ্বীপান্তর–
দিলাম এবার বার্তা ওদের, জ্ঞানপাপীরা
ভুলবে মতান্তর।

www.pathagar.com

মানুষ কখন মানুষ হবে

আকাশটা কি আকাশ আছে
সাগর-নদী পাহাড়?
মানুষ এখন হরেক রকম
নানান রূপের বাহার।

আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে
নদীর পানি ছলছল,
মৌন পাহাড় ঠায় দাঁড়িয়ে
মানব কেন টলমল?

মানুষ কখন মানুষ হবে
মিলবে প্রাণে প্রাণে–
তেমন দিনেই ঈদের খুশি
ফুল ও মাটির ঘ্রাণে।

www.pathagar.com

একটি পশুও বনেতে নেই

টেবিলে টেবিলে সাজানো খাবার
একটুখাদ্য তবুও নেই,
পানিতে পূর্ণ পাত্র সবার
তবুও পানের পানীয় নেই।

সেবার ব্যানারে রাঙা চারিপাশ
অথচ সেবার লক্ষণ নেই,
ভালবাসা-বুলি চারিদিকে ওড়ে
কিন্তু মনেতে ভালবাসা নেই।

মানুষের মাথা মানুষে খায়
অথচ মানব এখানে নেই,
পশুগুলো সব কোথায় গেল
একটি পশুও বনেতে নেই।

www.pathagar.com

বৃক্ষলতার ঈদ

বর্ষার প্রথম রাতেই প্রকৃতি প্রসন্ন
ঝুমবৃষ্টিতে সিক্ত হলো
ধূলোমলিন তৃষিত বৃক্ষ-লতা,
পাতার সাথে কথা বলতে বলতে
বৃষ্টির ফোঁটাগুলো
টপটপ করে ঝরে পড়ে মাটিতে–
যেন শুভ্র মুক্তোদানা।

বর্ষায় শিহরিত হয় পুলকিত হয়
তরুলতা আর বনানীর বৃক্ষরাজি,
সকালে সূর্যতাপে পাতারা হেসে ওঠে
উদ্ভিদজগতে তখন ঈদের আমেজ,
অথচ মানবের ঈদ শৃঙ্খলিত আজ কারাগারে।

জানি না কখন গলবে বরফ সভ্যতার
খুলে যাবে সব গুয়ানতানামোর বদ্ধদ্বার,
হয়তো সেদিন আসবে বর্ষা আমাদের জীবনে
বৃক্ষলতার মতো আমরাও গাইবো তখন
ঈদের প্রিয় গানগুলো।

www.pathagar.com

সময়ের দুরন্তরানার

প্রকৃতির এক প্রাণবন্ত উপহার
কোমলে-কঠিনে গড়া
আমাদের প্রিয় বৈশাখ।

জীর্ণতা যত ঝরে যাবে আজ
আবিলতা যাবে উড়ে
মমতায় সিক্ত হবে ধরণী আবার
সুপ্তশক্তির ঘটবে উত্থান এই বৈশাখে।

বৈশাখ নয় শুধু দুরন্ত-দুর্বার
প্রকৃতির দৃপ্তরানার সে,
দিকেদিকে ছড়ায় বার্তা
সৃজন এবং উল্লাসের।

আমরাও হবো আজ কালের সহাসী মানুষ
অন্যায়-অবিচার আর অনাচারের বিপরীতে
আমাদের যতসব প্রতিবাদ,
বৈশাখের মতো আমরাও আজ দুর্বার
সময়ের দুরন্তরানার।

www.pathagar.com

মুক্তির সংগ্রাম

জীবনে যুদ্ধ আছে, আছে সংগ্রাম–
জাতির আছে মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর।
আর এক যুদ্ধ আছে অন্তরে-অন্তরে গহীনে-গভীরে
তাইতো কবি বলেন, আজ সংগ্রাম নিজের সাথে
বেচা ও কেনার এই হাটে।

যুদ্ধ-সংগ্রাম যেন মানুষের আজন্ম বিধিলিপি
আছে এর বিচিত্র পরিণতি–
কখনো স্বপ্নভঙ্গ হয় মানুষের
কখনো বা হেসে ওঠে পুরো জাতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাহাকারের পরেও
ঘটে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা,
হিরোশিমা ও নাগাসাকির বনিআদমেরা
জীবন দিয়ে আবারও উপলব্ধি করলো
সবাই মানুষ নয় কেউ কেউ মানুষ,
নয়তো কেমন করে রাখে ঘাতকবোমার এমন
বাহারি নাম– লিটল বয় কিংবা ফ্যাটম্যান।

হিমালয় অঞ্চলে মানুষের অভিজ্ঞতাও বেশ বিচিত্র
ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা রক্ত দিলো
বিনিময়ে পেল দু'টি স্বাধীন মানচিত্র।
তবে ভূগোলের সীমানায় স্বাধীন পতাকা
পতপত করে উড়লেও স্বাধীন ইচ্ছেগুলো
ডানা মেলতে পারেনি আপনভূমিতে।

ধর্মের নামে অর্জিত দেশটিতে হলো ধর্মের অবমাননা
শোষণ-বঞ্চনা আর ছলনার নানা অনাচারে,
আবারও যুদ্ধের দামামা একাত্তরে
পরিণতি যার প্রিয় বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলাদেশের সীমান্তে এখন আগ্রাসন
জীবন-জীবিকার টানাপড়েনে মানুষ দিশেহারা
রাজনীতির ছলনায় বঞ্চিত জনমনে
আবারও বিশাল প্রশ্ন–
এটাই কি আমাদের স্বাধীনতা?

অহিংস গান্ধীর ভূগোলে জ্বলছে হিংসার আগুন
বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর গুজারাটের কুৎসিত দাঙ্গা
কলঙ্করেখা এঁকে দিল দেশটির রঙিন পতাকায়।
বর্ণ ও শ্রেণী শোষণের তাণ্ডবে এখন অস্থির বিশাল মানচিত্র
জনপদের আমজনতার মনে তাই ক্ষুব্ধপ্রশ্ন–
এটাই কি আমাদের স্বাধীনতা?

বিশ্বযুদ্ধের পর ৪৭ দেখলাম, দেখলাম ৭১
একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বনেতারা শোনালেন
নতুন অভিযাত্রার কথামালা–
এখন দেখছি শুধু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর অস্ত্রের ঝংকার।
গড়মিলের এমন এক পৃথিবীতে
দিকেদিকে মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন–
মুক্তির অপূর্ণ সংগ্রাম আবার শুরু হবে কবে?

www.pathagar.com

আমাদের শৈশব

আমাদের শৈশবটা ছিল একেবারে অন্যরকম–
সূর্য ওঠার আগেই জেগে উঠতাম আমরা
তারপর বুকে রেহেল চেপে শিশিরভেজা ফুল-পাখির সাথে
কথা বলতে বলতে পা বাড়াতাম
পাড়ার প্রিয় মসজিদের দিকে।
ততক্ষণে লেজ উঁচিয়ে লালু চলে যেত সামনে
সোবহে-সাদেকের অভিযাত্রায় সে যেন আমাদের
বিশ্বস্ত এক পদাতিক।
মোড়ে আসতেই বাসি কাপ-পেয়ালার টুংটাং শব্দ
যেন জেগে উঠছে শহর–
মিয়া খাঁ রেস্তোঁরার এ এক পরিচিত চিত্র।

মসজিদের পুকুরে হাত রাখতেই পানি ছিটিয়ে
প্রীতি জানাতো তেলাপিয়ার ঝাঁক
লাল আভা ছড়িয়ে প্রকৃতি জানাতো প্রভাত-সম্ভাষণ।
এভাবেই আলো-আঁধারের রহস্যময় এক প্রহরে
হাজির হতাম স্নেহময় ওস্তাদের মক্তবে।
তারপর কোরান শেখার আসরে কোরাসকণ্ঠে
সুর করে পড়ে যেতাম আলিফ-বা-তা-সা–
কায়দা আমপারা, পবিত্র সে পরিবেশে
হৃদয় প্রসারিত হতো অনাবিল এক আনন্দধারায়।

ফেরার পথেও প্রকৃতির সাথে মাখামাখি–
মসজিদের গেটে থমকে যেতাম মৌ-মৌ গন্ধে
করবিগাছে ফুটে থাকতো থোকা থোকা হলদে ফুল
ফুলের মধু চুষে পকেটে পুরতাম করবিগোটা
বিকেলে যা হয়ে যেত খেলার মারবেল।
সে সময় আমাদের পকেট ছিল ভীষণ ফাঁকা
এখনকার ছোটরা হয়তো ভাববে– এসব গল্পকথা।

তখন আমাদের চোখে থাকতো মাহে-রমজানের স্বপ্ন–
নতুন যা কিছু কেনাকাটা আব্দার
এসব চলতো শুধু সোনালি রোজার ঈদে,
রঙিন জামা বর্ণালী মারবেল নাটাই-সুতো
প্রজাপতি-ঘুড়ি সবই জড়িয়ে থাকতো আমাদের
শৈশবের স্বপ্নময় ঈদের সাথে।

www.pathagar.com

হে প্রেমদীপ্ত আদমসন্তান

সভ্যতার নিনাদ আমরা অনেক শুনেছি
দেখেছি অহংকার ও আগ্রাসন,
বনিআদমের এতে নেই কোন আগ্রহ
ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাই স্পষ্ট উচ্চারণ– ভালো নেই আমরা
তোমাদের প্রাণহীন জড়সভ্যতায়।

সভ্যতার সংকট নিয়ে একসময় কথা বলেছিলেন
গীতাঞ্জলির রবি ঠাকুর
বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছিলেন কবি নজরুল
আর ইকবালের প্রশ্ন ছিল–
ঝলমলে এই গতির সভ্যতায়
জীবনের আনন্দ কোথায়?
তিনি শুধু ফসলে কিষাণের অধিকারের কথা বলেননি
প্রবেশ করেছেন মানুষের অপার সম্ভাবনার রহস্যজগতেও।

মাটি হতে উৎপন্ন যে মানব
সেতো শুধু মৃত্তিকা নয়, নয় কোনো জড়বস্তু
অস্তিত্বে তার সুপ্ত আছে প্রেমময় এক ঐশীস্ফুলিঙ্গ
উদ্বোধন হোক আজ স্ফুলিঙ্গের
পবিত্র উদ্বোধন।
ঐশী-স্ফুলিঙ্গের দীপ্তপ্রভায় জড়িয়ে আছে
পৃথিবী আবাদের কাঙ্খিত সব প্রণোদনা
আছে সাম্য-মৈত্রী ও সৃজনের শাশ্বত চেতনা।
স্ফুলিঙ্গের শক্তিকে আজ ছড়িয়ে দাও পৃথিবীতে
ছড়িয়ে দাও বনিআদমের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যে।
জড়বাদী আগ্রাসী সভ্যতা যা পারেনি এতোদিন
তেমনি এক প্রাণময় পৃথিবীর রচনা করো
রচনা করো হে প্রেমদীপ্ত আদমসন্তান।

www.pathagar.com

আমাদের গ্রহে

পরাশক্তির চোখে এখন বিভ্রান্তির মহাগোলক
সবকিছুর বিশ্লেষণে শক্তিই ওদের মানদণ্ড,
প্রস্তর যুগের পর আমরা দেখেছি তাম্রলিপি
লৌহের পর এখনতো আণবিক আস্ফালন।
শাসকের হাতে নেই একটিও গোলাপ
আছে অসংখ্য মারণাস্ত্র এবং বিষাক্ত প্রশ্বাস।
অস্ত্রাঘাতে মানুষ এখন শুধু মরে না
জ্বলেপুড়ে বীভৎস হয়–
হয় বিকলাঙ্গ এবং অসহায় শরণার্থী।

আণবিক সভ্যতায় মানুষ কতোটা মানুষ
জীবন কতোটা জীবন?
ঝলমলে নগর থেকে কান্দাহারের গিরিগুহা
কিংবা গুয়ানতানামোর কৃষ্ণ-কারাগার
সর্বত্র আজ একই প্রশ্ন উচ্চকিত–
অন্তর থেকে অন্তরে।

মানুষের আদি পেশা ছিলো মানবিক
এখনো কৃষিতেই আমাদের জীবন
ফুলে ফসলে জীবনের আশ্রয়, আনন্দ–
তাইতো ঘর-সংসার আর প্রিয়জনের মতো
ক্ষেত-খামারও আমাদের একান্ত আপন।
তবুও কেনো শিল্পের আগ্রাসনে মানুষ আজ নতজানু
শাসক ও পঞ্চমুখ প্রযুক্তিপূজায়–
জানি না কখন গাইবে ওরা জীবনের জয়গান।
তেমন কোনো বার্তা আছে কি আমাদের গ্রহে
শিশিরভেজা আজকের এই প্রথম প্রহরে?

www.pathagar.com

শুচিই ধরার শ্রেষ্ঠ সাধন

এই শুচি নয় সেই সূচি ভাই
বিজ্ঞাপনের ভাষার মতো,
শুচি হলো শুদ্ধ বিষয়
যতই ভাবি শুভ্র ততো।

শুচিতে নেই বাড়াবাড়ি
মন্দকে দেয় একটু আড়ি,
শুচির মাঝে ছন্দ আছে
মন কেড়ে নেয় তাড়াতাড়ি।

শুচি আছে সবুজ পাতায়
সাগর পাহাড় বনের লতায়,
মনের শুচি হলে সাধন
সব কিছু যে শুভ্র দেখায়।

শুচিশুভ্র উদার আকাশ
আরো শুচি শিশুরও মন,
ভালোবাসায় শুচি আছে
শুচিই ধরার শ্রেষ্ঠ সাধন।

www.pathagar.com

ধূর্ত শৃগালের মতো

গ্রামের কৃষকরাই জানে
আজ বাংলামাসের কত তারিখ
আমরা জানি না।

বাংলার কৃষকরাই জানে
কী করে ফলাতে হয় সোনালি ফসল
আমরা জানি না।

বাংলার মাঝি-মাল্লার কণ্ঠে ভাটিয়ালি
বধূরা গায় ভাওয়াইয়া
আমরা জানি না।

বাংলার ঐ তামাটে মানুষরাই সীমান্তে শহীদ হয়
আমরা সাজানো কথা বলি সভামঞ্চে
ভাড়াটে পেয়াদার মতো
তাই মরতে জানি না।

আমরা বেশি করে বাঁচতে চাই
অঢেল সম্পদ চাই, চাই ভোগের বাগান
তাইতো বুদ্ধির বেসাতি করি
বেচাকেনার এই বেহায়াবাজারে।

তারপরও আমরা একুশের কথা বলি
বাংলা বাংলা বলে মুখে ফেনা তুলি
ধূর্ত শৃগালের মতো।

www.pathagar.com

আমাদের দুঃখ

চেরীফুলের পরাগ মেখে ধীরে ধীরে
যে সূর্য হেসে ওঠে ঝলমল করে
আলো তার ঠিকরে পড়ে
চিনের প্রাচীরে, স্কাই-স্ক্রেপারে
এবং মস্কোর ঘন্টায়।
সে হাসির উত্তাপে ঘুম ভাঙে
বঞ্চিত তৃতীয় বিশ্বের।

একই আকাশের নিচে এইসব মানুষ
একই সূর্যতাপে হয় স্নাত,
তবুও সবাই কি হাসতে পারে
আপন হৃদয় খুলে?

হে সূর্যস্নাত স্বজনেরা
তোমরা কি বলতে পারো-
আফ্রিকা এশিয়া আর
ইউরোপের দুঃখ-ব্যথা কেমন?
হয়তো বলবে–
আফ্রিকার দুঃখ অজ্ঞতা
এশিয়ার দুঃখ আমেরিকা-রাশিয়া,
তবে ইউরোপের দুঃখ কীসে?

www.pathagar.com

একজন গুরুর প্রয়োজন

জৈবিক-জীবনের শুরু আছে, আছে শেষ–
কিন্তু জীবনের পাঠ যেন অবিরাম অশেষ।
গ্রন্থ কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির বাইরেও
প্রকৃতির পরতে-পরতে ছড়িয়ে আছে
সুর ও শব্দের বিচিত্র দ্যোতনা–
আমি নিমগ্ন হতে চাই ঐ আনন্দলোকে।

বোধিবৃক্ষের পত্র-পল্লবে ছড়িয়ে আছে
কত কথা কত আলো–
আমি হব তার নিবিড় পাঠক
কারণ প্রকৃতি ও জীবনের বাইরে তো কিছু নেই।
তবে পাঠের জগতে আছে অজানা বিষয়
আছে অনাবৃত রহস্যের চাদর
হয়তো তাই লুইপাদ বলেছিলেন–
'গুরু পুচ্ছিঅ জান'।
আমারও একজন গুরুর প্রয়োজন
সিলেবাসের বাইরেও আছে যার
অবাধ বিচরণ।
তেমন একজন গুরুর আমার খুবই প্রয়োজন–
খুবই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সোনালি শহরে

এখন তো আমি আর থাকি না এই শহরের বুকে
যদিও একদিন এখানেই কেটেছে আমার
সোনালি শৈশব-কৈশোর।
সময়ের ডানায় ভর করে সেইসব দিন-রাত্রি
চলে গেছে কতদূর!
চক্রযানের ভিতর বসে থাকা এই আমি
এখন ভীষণ কৌতূহলী–
খুঁজে ফিরি কত কি রহস্য কে জানে?
অথচ একদিন এই শহরে
এইসব কিছুর সামনেই ছিলাম আমি
কেমন নির্বিকার, নিরুত্তাপ–
এরই নাম বুঝি রুটিনের জীবন।
কিন্তু একি দেখলাম আমি–
সেই যে সেই ভিখেরিটি,
এখনও মাথাটি ওর তেমনি বেমানান বড়
কুঞ্চিত ধূলিময় চুল,
থ্যাবড়া নাক, চোখে কি কোমল চাহনি–
আমার পাশের গাড়িটির সামনেই
বাড়ালো ওর কম্পিত হাতখানি।
এই এতগুলো বছর পরেও ওকে ঠিক
তেমনি দেখলাম কদমতলির মোড়ে
রেলগেটে।
কত রেল তো করেছে এ পথে আনাগোনা
সূর্য ওঠা-ডোবার সাথে সাথে
কত কি বার্তা নিয়ে,
কিন্তু ওর জীবনে তো এলো না কিছুই
বয়সের ভার ছাড়া–
না প্রিয়জন– না আপনজন
কিছুই না!

www.pathagar.com

দুঃখটাই ভালো

সময় তো চলে যায়
প্রহরে-প্রহরে
পড়ে থাকি আমরা,
সাথে থাকে কিছু কথা
গান কিছু
আমাদের দুঃখ-বেদনার।

সুখ যে আসে না জীবনে
এমন তো নয়,
তবু সুখ থাকে না জীবনে
দুঃখটাই রয়ে যায়।

সুখে তো আকাঙ্ক্ষা সবার
দুঃখে যেন রহস্য অপার,
মাঝে-মাঝে মনে হয় তাই
দুঃখটাই ভালো–
ডুব দিয়ে থাকা যায় দীর্ঘকাল।

www.pathagar.com

এমন প্রশ্নতো জাগতেই পারে

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের অভিযান
প্রযুক্তি-প্রণোদনায় সভ্যতা এখন দুরন্ত-দুর্বার
গতিময় বার্তার ঊন-উদাহরণ
আমাদের হাতের যতসব মুঠোফোন।

দূরের গ্রহ-নক্ষত্রকে জানার অদম্যস্পৃহা
কিন্তু কাছের মানুষকে জেনেছি কী
নিজেকেই বা কতটুকু–
জানা হয়নি একটি শস্যদানার রহস্য
কিংবা এক ফোঁটা পানির বৃত্তান্ত।

বিচিত্র গল্প আছে পানির–
সমুদ্রের অতল জলরাশির সাথে
ঝিনুকের সম্পর্ক কী?
ঝিনুকের অনাবিল আশ্রয়ে
চলে যায় কিছু কিছু জলবিন্দু
নিজেকে রক্ষা করে স্বাতন্ত্র্যে
উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয় সানন্দে,
এইসব জলবিন্দুই অবশেষে
হয়ে যায় মহার্ঘ-মুক্তোদানা।
পানির এমন বৃত্তান্তে মানুষের কিছু আসে যায় কী?
এমন প্রশ্নতো জাগতেই পারে ।

www.pathagar.com

পৃথিবীর একটি পরিবার আছে

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অসীম সাগর
সাগরের পরে কী?
সে কথা জানতে হয় পৃথিবীর কাছে
কারণ, পৃথিবীর একটি পরিবার আছে।

পৃথিবীতো গতিময়–
সাগর পাহাড় আর
বনানীর কবিতায়,
আকাশ মুগ্ধ দর্শক, বন্ধুও বটে
তাইতো এত বর্ষণ এত আলোক।
আকাশ ও মাটির মিতালী
সবুজ করেছে রঙিন করেছে
ফুলে-ফসলে পরাগায়নে
ধৈর্যশীলা সুহাসিনী পৃথিবীকে–
কারণ, পৃথিবীর একটি পরিবার আছে।

পৃথিবীর বিষাদও কম নয়
গল্প আছে আরও, জীব ও জড়ের গল্প–
আগ্নেয়গিরি আর লাভার কথাতো আমরা জানি
জানি ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও ভূ-কম্পনের শোকগাঁথা।
তারপরও পৃথিবী সুন্দর, প্রাণময়–
কারণ, পৃথিবীর একটি পরিবার আছে।

www.pathagar.com

তুমিই ছিলে প্রাণ

সাদায়-সবুজে-লালে-নীলে ভরা ছিল আমাদের বাগান
পাখিরা আসতো, আসতো আলোকিত জিন
ফেরেশতাও এসে যেত অনায়াসে আমাদের বাগানে,
গানে-গজলে জমতো জলসা বেশ
প্রহরে প্রহরে।

আমাদের বাগানের সুনাম ছিল খুব
প্রাচীরের কাছে আসতেই নাকি
অন্যরকম হয়ে যেত মানুষের মন।
মনের দরজা খুলে যেত সবার
কলকল করে কথা বলতো অতিথিরা
এ যেন স্বর্গের পবিত্র উদ্যান এক।

শুধু ফলদ বনজ নয়, ঔষধি গাছও ছিল
বাগানের বিশাল আঙিনায়–
অতিথিরা আসর-জমাতো পুষ্পবৃক্ষের চারপাশে
তাতেই নাকি সেরে যেত অসুখ-বিসুখ একে একে।
অথচ লোকমান হেকিমের উপদেশ ছিল–
ঔষধি গাছের নিচেই যেন আশ্রয় নেয়
জগতের তাবৎ মানব-মানবী।
বিষয়টি আমার বোধে আসতো না কিছুতেই–
ঔষধি বৃক্ষের কর্ম কী করে সম্পন্ন করে পুষ্পবৃক্ষ?
এ নিয়ে আমাদের তর্ক হতো, অনেক তর্ক।
শেষমেশ বলতে তুমি–
কিসে যে কী হয়ে যায় কে জানে বাপু
রহস্যময় এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি।

আজ তুমি নেই, অতিথিরাও আসে না তেমন
বাগানের কী যে হয়েছে হাল,
ফুলেরও কি হয় মন খারাপ মানুষের মতো–
ওরা আর বাগান আলো করে মেলে না পাপড়ি।
ঔষধি বৃক্ষের নিচেই এখন আমার বসবাস
তবুও সারছে না অসুখ কিছুতেই, নিরাময় নেই–
বাগানের মতো জীর্ণদশা আমাকেও করেছে গ্রাস,
তবে কি তুমিই ছিলে বাগানের প্রাণ
হয়তোবা আমারও।

www.pathagar.com

চলে গেলেন কবি অচিনপুরে

পশুর নদীকে ঘিরে অনেক স্মৃতি অনেক আনন্দ
টেমস নদীর তীরে গিয়েও
সে কথার জানান দিলেন
আমাদের প্রিয় কবি।
দূরের ডাকেতো কবি সাড়া দেন
সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্যেও হন বিমুগ্ধ,
তবুও নিজের শৈশবকে কখনো ভোলেন না
ভোলেন না নিজের নদীকেও–
এসব কিছু ভুলে গেলেতো
মাকেই ভুলে যাওয়া হয়,
তাই এমন ভুল হয় না কখনো স্বভাবকবির।

শৈশবের কায়দা-আমপারা
আরও পরের ধর্ম-দর্শন
নর-নারীর পবিত্র সম্পর্কসূত্র
কিংবা মানুষের মুক্তি-সংগ্রাম
সবই একাকার হয়ে গেছে প্রহরে-প্রহরে
কবির প্রাণবন্ত জীবনকাব্যে,
এসব নিয়েই ছিল কবির প্রিয়-সংসার।

আমাদের কবিকে কে যেন ডাকে এখন সঙ্গোপনে
অচিনপুরের সেই ডাকে
কবি নিজেও এখন এক রহস্য-পুরুষ।
তাইতো কবিকে আমরা আর দেখি না
আমাদের চারপাশে–
তবে কি কবি চলেই গেলেন
অচিনপুরের সেই অনন্ত-সংসারে?

www.pathagar.com

শাশ্বত স্বজন

দেখার আগেই চিনেছিলাম তাঁকে–
হিরন্ময় কাব্যের আলোকিত ভুবনে।
যেখানে আছে হরফের ছড়া, ঝিঙেলতা, পাখীর বাসা
আছে নারঙ্গী বন, দরিয়ার সাদা তাজী
এবং হেরার রাজতোরণ।

আর যখন দেখলাম তাঁকে
সেতো উন্নত শির এক
আলিফের মতো।

নিজের সাথে নিজের যখন কথা হয়
হয় অবিরাম সংগ্রাম
তখনই মানুষ যেন অভিযাত্রী।
এমন মানুষই অবশেষে
আমাদের প্রেরণার প্রতীক
ভালোলাগার ভালোবাসার
শাশ্বত স্বজন।

www.pathagar.com

আর নয় তথাস্তুকবিতা

আমি আর লিখবো না কোনো কবিতা এখন
কারণ সময়টা কবিতার নয়,
কবির শব্দগুলো বন্দি দানবের কারাগারে
বিচিত্র ছলনায়।
কবিতার শব্দ যখন লুণ্ঠিত হয়
কবি তখন হারায় প্রিয় স্বাধীনতা
পরাধীন কবির আসলে কিছুই থাকে না বলার
না নিজের, না মানুষের–
কোনো কথাই তখন হয় না সিদ্ধ।

শব্দ যখন গতিহীন, কবি তখন প্রতিবন্ধী
এমন দুঃসময়ে বলার কীইবা থাকতে পারে?
তোতাপাখির মতো অর্থহীন কলরবের চাইতে বরং
কিছু না বলাই শ্রেয় এখন কবির জন্য।

স্বাধীনতার বিপরীতে কিছু না বলাও
এক ধরনের স্বাধীনতা–
অতএব এখন কবিতা না লেখাই
কবির মানবিক কর্তব্য।
তাই আর নয় কোনো তথাস্তুকবিতা
বরং তার চাইতে কামারের হাপর
কিষাণের লাঙ্গল কিংবা রাজপথের গণমিছিল
এখন অনেক বেশি মহীয়ান
অনেক বেশি উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

একজন কবিকে

কালের কলস এবং সোনালি কাবিন কিছু বলেছিল–
বলেছিল নদী ও নারীর কথা।
আমারও আপনাকে কিছু বলার আছে কবি–
বলুনতো, আমাদের এইযে জীবন
তার সম্পর্কসূত্রগুলো কেমন?

কখনো কোমল, কখনো কঠিন
গাছ-পাথর, কখনো অচিনপুর
বহতা নদীর মতো কত বাঁক, কত মোহনা
সহস্র চড়াই-উৎরাই জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে–
এমন কেন, এ সবের ব্যাখ্যা কী
বলুনতো কবি!

গভীর ঘোরে আমরা যখন আচ্ছন্ন
তখনতো কেউ কেউ আমাদের শুনিয়েছিল
বস্তুবাদের দুরূহ সব দ্বন্দ্বকথা।
তেমন এক আড্ডা থেকে উঠে এসেইতো আপনি বলেছিলেন–
'উদরে আগুন হৃদয়ে পুত্রশোক'
ক্ষুধা এবং মননের কোন বিরোধ দেখিনি তখন।
এরপর আপনার কলরব শুনেছি, দেখেছি দ্রোহ
অগ্নি এবং পুষ্পের কথাও উচ্চারিত হতো আপনার কণ্ঠে–
বিশ্বাসীরা যাকে বলে দোযখ এবং বেহেশত।
অতঃপর একদিন অস্ফুট স্বরে বললেন–
'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো'
ধীরে ধীরে সরে গেল কুয়াশা কুজঝটিকা।
পার্থিব-অপার্থিব, ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়
সবকিছুই কেমন একাকার হয়ে গেল–
দৃশ্যমান হলো এক অলৌকিক জগৎ।
সেই জগতের কথা বলুন
আপনিই বলুন কবি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জয়নুল আবেদীন আজাদ মেঘনাপাড়ের মানুষ। গ্রামের নাম সুগন্ধি, জেলা চাঁদপুর। সাগর আর পাহাড়ের শহর চট্টগ্রামে কেটেছে শৈশব-কৈশোর। কলেজজীবন শেষ হয় ইলিশের শহর চাঁদপুরে। অনার্স-এম.এ রাজধানী ঢাকায়, বাংলাসাহিত্যে। লেখালেখির শুরু স্কুলজীবনেই। মাঝখানে কিছুটা ছেদ পড়লেও সাম্প্রতিক সময়ের সক্রিয়তা লক্ষ্যণীয়। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কথাসাহিত্য, ছড়া-কবিতা রচনায় তাঁর রয়েছে বিশেষত্ব। শুধু বড়দের জন্য নয়, ছোটদের জন্যও তিনি লিখে থাকেন নিষ্ঠার সাথে। কিছুদিন অধ্যাপনা করলেও দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত। টিভি ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। শিশুকিশোর মাসিক ফুলকুঁড়ি'র সম্পাদক এবং মাসিক জিজ্ঞাসা পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আজাদ। তিনি বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য।

প্রকাশিত গ্রন্থ: কালের কথা (প্রবন্ধ-নিবন্ধ), তিতুদের দিনরাত (কিশোর উপন্যাস), ডুমুরের দিনগুলো (কিশোর উপন্যাস), স্বপ্ননতুন চোখে (কিশোর কবিতা), পাপেটসভ্যতায় বসবাস (বড়দের কবিতা)। প্রকৃতির রহস্য এবং মানুষের জীবন-সংগ্রাম তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর লেখায় জীবন ও জগৎভাবনা শৈল্পিক সুষমায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। শিশুকিশোরদের জন্য পবিত্র ও প্রাণময় এক আনন্দলোক রচনায় তিনি সচেষ্ট।

ISBN 984-70338-0151-2